بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১ জুন ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গাম্বিয়ার সদস্যবৃন্দ

"... আমি দেখতে পাই জামা'তের সদস্যগণ তাদেরই ঈমানে কতটা দৃঢ় ও অটল। তাদের চেহারায় আমি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাই ..."
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৯ মে ২০২১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) গাম্বিয়ার সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর খোদ্দাম সদস্যগণ বানজুলে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল গাম্বিয়া স্টুডিওস থেকে অনলাইনে যোগদান করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গাম্বিয়ার কর্মকাণ্ডের উপর একটি ভিডিও প্রেজেন্টেশন-সহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

খোদ্দামের একজন হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং দেশের সেবা তিনি কীভাবে করতে পারেন।

একজন খাদেম কীভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সর্বোত্তম সেবা করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনারা 'খোদ্দামুল আহমদীয়া' — আল্লাহ্‌র সেবক, আর তাই সর্বোত্তম উপায় হলো এই যে, আপনাদের সকল কাজে আন্তরিক ও সৎ হোন। ... সর্বোত্তম উপায়, একজন খাদেম হিসেবে, আপনার ওপর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবায় যে-দায়িত্বই অর্পণ করা হোক না কেন, তা পালন করার জন্য আপনার সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।"

আহমদী যুবকগণ কীভাবে তাদের দেশের সেবা করতে পারেন, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের দেশের সেবা করতে হলে আপনাদেরকে সর্বদা সৎ এবং আন্তরিক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোন সরকারি বিভাগে চাকরি করেন, আপনার অতিশয় আন্তরিক এবং সৎ হওয়া উচিত। মানুষের জানা উচিত যে, 'ইনি সেই ব্যক্তি যিনি কঠোর পরিশ্রমী এবং সৎ এবং তার কাজের বিষয়ে আন্তরিক। তিনি দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি দেশকে ভালোবাসেন।' আমরা সর্বদা বলে থাকি যে, 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ', আর তাই যদি এ বিষয়টি আপনাদের মাথায় থাকে, তাহলে আপনারা আপনাদের ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আপনাদের দেশের সেবা করবেন। সুতরাং, আপনি দেশেরই সেবায় নিয়োজিত থাকুন বা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সেবায়, এগুলোই হল সেই সকল বিষয় যা আপনাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে — নিজের কাজে আন্তরিক এবং সৎ হোন।"

আরেকজন খাদেম প্রশ্ন করেন আফ্রিকা কীভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উন্নত হতে পারে।

এক বিস্তারিত উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ব্যাখ্যা করেন:

"এমন যেকোন জাতি যা কঠোর পরিশ্রম করে তা উন্নত হবে এবং নিজ লক্ষ্য অর্জন করবে। প্রথম যে-বিষয়টির উপর আপনাদের বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত, তা হলো শিক্ষা। আপনাদের সাক্ষরতার হার খুবই উঁচু হওয়া উচিত — কেবল এ নয় যে, প্রত্যেক ছাত্র যেন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, বরং আফ্রিকার সরকারগুলোর লক্ষ্য এই

হওয়া উচিত যে, তাদের দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, ছেলে হোক বা মেয়ে, পুরুষ হোক বা নারী, উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। ন্যূনতম চাহিদা হওয়া উচিত মাধ্যমিক শিক্ষা আর যদি (বিশ্ববিদ্যালয় হতে) স্নাতক করা যায় তবে তা আরও উত্তম হবে। যদি আপনারা শিক্ষিত হন এবং আপনাদের শিক্ষার হার উঁচু হয়, এটি আপনাদের মনকে প্রশস্ত করবে। আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন বিশ্ব কী করছে, বিশ্ব কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে, এবং তখন আপনারা আপনাদের নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য নির্ধারণ করবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আপনাদের কাজে সৎ এবং আন্তরিক হোন। যদি আপনি শিক্ষক হন, তবে আপনার ছাত্রদের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পড়ানোর বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগী হন। যদি আপনি আমলা হন, তবে আপনি আপনার কাজে অত্যন্ত আন্তরিক এবং সৎ হন এবং আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্বের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পাদনে আপনার জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত। সুতরাং, কঠোর পরিশ্রম করুন, সততার সাথে কাজ করুন এবং নিজ কাজে এবং নিজ দেশের প্রতি আন্তরিক হোন আর এটি আপনাদের উন্নয়নে সাহায্য করবে। মূল বিষয় যা আমি বলেছি, তা হল শিক্ষা। প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নততর শিক্ষালাভের জন্য সংগ্রাম করা উচিত। আর সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আপনাদের জাতির উন্নয়নে এবং জাতির সেবায় প্রয়োগ করা উচিত।"

আরেকটি প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছিল বস্তুবাদিতাকে এড়িয়ে কীভাবে ধর্ম-বিশ্বাসের নিকটবর্তী থাকা যায়।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সর্বোত্তম উপায় এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি আপনার দায়িত্ব তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে পূর্ণ করুন। নিজের ঈমানে দৃঢ় ও অটল থাকুন, আর এ বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের দোয়া শোনেন, এবং দোয়ায় সাড়া দেন, আর তারপর তাঁর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আপনাকে বস্তুবাদিতা থেকে রক্ষা করেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআনে আমাদের জন্য প্রদত্ত সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করুন, এবং মহানবী (সা.) যা অনুশীলন করতেন, তা অনুসরণ করুন। এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না যিনি দুনিয়াবী সম্পদে বা অর্থ-বিত্তে আপনার উপরে। সর্বদা তার দিকে দৃষ্টি দিন যিনি — দুনিয়াবী সম্পদে — আপনার চেয়ে নিচে অবস্থান করেন। তবে আধ্যাত্মিক মর্যাদার ক্ষেত্রে, সর্বদা সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিন, যিনি আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে আপনার চেয়ে উঁচু মানের এবং উচ্চতর এক স্তরে অবস্থান করেন। এভাবে আপনি আপনার অগ্রাধিকারসমূহ পরিবর্তন করবেন। বস্তুবাদী বিষয় বা বস্তুবাদী মানুষের অনুসরণের পরিবর্তে, আপনি সেই সকল মানুষের অনুসরণের চেষ্টা করবেন যারা আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে উন্নত।"

অংশগ্রহণকারীদের একজন প্রশ্ন করেন, হুযূর আকদাস বিশ্বের বিভিন্ন অংশের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন শাখার সাথে ভার্চুয়াল সভাসমূহ করে উপকৃত হচ্ছেন কিনা।

হুযূর আকদাস তাকেই প্রশ্ন করেন, তিনি এ সভাগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছেন কিনা, যার উত্তরে সেই খাদেম বলেন যে, তিনি অবশ্যই এমটিএ ইন্টারন্যাশনালে সম্প্রচারিত পূর্ববর্তী ভার্চুয়াল সভাসমূহে এবং ইউটিউবে এগুলোর ভিডিও ক্লিপসমূহ থেকে হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা এবং উত্তরসমূহ শুনে উপকৃত হচ্ছেন।

এরপর, হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন কীভাবে এই ভার্চুয়াল সভাগুলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ঈমান সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অন্তত একটি লাভ যা এই ভার্চুয়াল সভাগুলো থেকে আমার হয়ে থাকে তা এই যে, আমি আপনাদের চেহারাগুলো দেখতে পাই। আমি দেখতে পাই জামা'তের সদস্যগণ তাদেরই ঈমানে কতটা দৃঢ় ও অটল। তাদের চেহারায় আমি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাই, যেমনটা আপনার চেহারাতেও দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং, এই হল সেই কল্যাণ যা আমিও এইসব ভার্চুয়াল সভাসমূহ থেকে লাভ করছি।"

আরেক খাদেম হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, পরকালের প্রমাণ কীভাবে দেয়া যেতে পারে।

হুযূর আকদাস বলেন যে, খোদা তা'লার প্রেরিত নবী-রসূলদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সত্য প্রমাণিত হয়েছে, আর তাই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসীদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সকল নবী, তাদের যুগে, আমাদেরকে কিছু সুসংবাদ দিয়ে থাকেন এবং কিছু বিষয়ে সতর্কও করে থাকেন। তাঁরা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আর আমরা অবলোকন করি কীভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পরিপূর্ণ হয়। ... সুতরাং, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, নবীরা যা-ই বলেন, তা সত্য হয়ে থাকে। আর তাঁরা আমাদেরকে বলেছেন যে, পরকালে একটি জীবন রয়েছে, যা চিরন্তন জীবন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করবেন যারা এই পৃথিবীতে সৎকর্ম করেন, আর তাদেরকে শাস্তি দিবেন যারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করছেন না, এবং যারা তাঁর প্রতি, এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো ব্যাখ্যা করে বলেন:

"যদি আল্লাহ্ তা'লার ওপর আপনার ঈমান থাকে, তবে তিনিও আপনাকে কিছু নিদর্শন দেখাবেন। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা তাদের স্বপ্নে দেখেছেন অথবা আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোন উপায়ে তাদেরকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে দেখিয়েছেন।"